ভোরের কাগজ
তারিখ 03 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ

বিধিমালা চূড়ান্ত হলেও কাজ চলছে ঢিমেতালে

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন করেছে। ইতিমধ্যে শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালাও চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নিয়োগ পরীক্ষার সিলেবাস চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়নি। এখনও নিয়োগ করা হয়নি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ কর্মকর্তাদের। এই কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০০৫ পাস হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়। একজন যুগ্ম সচিবকে প্রাথমিকভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে।

জানা যায়, গত মাসের ১৯ তারিখে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পরবর্তী দু'সপ্তাহের মধ্যেই শিক্ষক নিবন্ধন বিধিমালা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগামী আগস্ট মাসেই যেন প্রথম পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়, এজন্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দু'সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও এখনও কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে আগামী নভেম্বর মাস থেকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, নতুন বিধি অনুযায়ী শিক্ষক হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথমে 'টিচার্স কোয়ালিফাইং পরীক্ষায়' অংশ নিয়ে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ মার্কস পেতে হবে। আগামী আগস্ট মাসে প্রথম এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে বর্তমানে এমপিওভুক্ত ইনডেক্সধারী শিক্ষকরা এই পরীক্ষার আওতামুক্ত থাকবেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই প্রাথমিকভাবে চাকরি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এজন্য ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। এর মধ্যে ১০০ নম্বর হবে এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েজ কোশ্চেন) এবং বাকি ১০০ নম্বর হবে রচনামূলক। পাস নম্বর ৪০ শতাংশ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ফলপক্ষে ৬০ দিন আগে বিসিএস পরীক্ষার মতো দরখাস্ত আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে সংগ্রহ করা যাবে। বিসিএসের চাকরির সব শর্ত এই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিপ্রার্থীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। প্রতি বছর কমপক্ষে একবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় পাস মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণদের নিবন্ধিত হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন করে সনদ দেয়া হবে। এর মেয়াদ থাকবে ৫ বছর। মেয়াদ শেষে আবার পরীক্ষার মাধ্যমে নাম নিবন্ধন করতে হবে। প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জনের পর শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে তারা সেখানে আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র ছাড়া কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হবে না। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

জানা যায়, এই বিধিমালা শুধু নতুন প্রবেশ পদে (এন্ট্রি পজিশন) একেবারে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পুরনো এমপিওভুক্ত ইনডেক্সধারী শিক্ষকরা এই বিধিমালার আওতামুক্ত থাকবে। তাদের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে না। জানা যায়, সারাদেশে প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকের প্রায় ৫ হাজার পদ খালি আছে। এমপিওভুক্ত ইনডেক্সধারী শিক্ষকরা এসব পদে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এতদিন বিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ায় এসব পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। নতুন বিধিমালা চূড়ান্ত এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা এর আওতামুক্ত হওয়ায় ওইসব পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা দূর হল। এতদিন ওইসব পদসহ সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। জানা যায়, গত মাস পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষকের পদ খালি ছিল। এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সূত্র জানায়, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামোও চূড়ান্ত করা হয়েছে। একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি নির্বাহী বোর্ড থাকবে। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা হিসেবে বলা হয়েছে, সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন এবং তার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে। সূত্র জানায়, নির্বাহী বোর্ডের সব সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। বোর্ডের অর্থ ও প্রশাসন, মূল্যায়ন/পরীক্ষা প্রত্যয়ন এবং শিক্ষাতত্ত্ব/শিক্ষামান সম্পর্কিত তিনজন সদস্য সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা সরকার কর্তৃক ডেপুটেশনে নিযুক্ত হবেন। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি, গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত কলেজের একজন করে দু'জন অধ্যাপক ডিসি কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং তাঁরাও নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হবেন।